দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ২ 6 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এসএসসি প্রশ্নপত্র নিয়ে সংশয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অন্ধকারে

॥ সাহাবুল হক ॥

আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোন পদ্ধতিতে হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রচলিত প্রশ্নেই না নতুন প্রশ্নে পরীক্ষা হবে তাও কেউ জানে না। ফলে ছাত্র-শিক্ষকরাও রয়েছে অন্ধকারে। গত বছর প্রশ্নপত্র পরিবর্তনের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিলেও তা চূড়ান্ত হয়নি। এদিকে অনেক শিক্ষক বলছেন, প্রশ্নপত্র পরিবর্তন এবং 'সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এবং বাদ দেয়ার' প্রক্রিয়াটি দেরি হওয়ায় সামনের বছর নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা না হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক। জানা যায়, গত বছর এপ্রিল মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করে ২৫ নম্বর করার সিদ্ধান্ত নেয়। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির কুফল বিবেচনা করে এবং রচনামূলক বিষয়াবলীগুলোতে যাতে শিক্ষার্থীরা বেশী গুরুত্ব দেয় সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক এবং ৫০ নম্বর রচনামূলক বিষয়ের পরীক্ষা হয়ে আসছিল। নতুন পদ্ধতি চালু হলে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ৭৫ নম্বরের রচনামূলক (১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি প্রশ্নপত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

এবং ২৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হবে। যদিও ইংরেজী এবং অংকেতে কোন নৈর্ব্যক্তিক নেই। ২০০২ সাল থেকে ইংরেজী বিষয় থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বাদ দেয়া হয়।

হঠাৎ করে গত বছর এপ্রিল মাসে প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'নতুন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং সিলেবাস' কেমন হবে তা নিরূপণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। জানা যায়, বোর্ড অনেক দেরি করে প্রশ্নপত্রের ধরন এবং সিলেবাস নিয়ে কাজ শুরু করে। গত বছর নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ঘোষণার পর স্কুলগুলোর ছাত্র-শিক্ষকরা বোর্ডের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে প্রশ্নপত্র এবং সিলেবাস কিভাবে হবে তা জানার জন্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্কুলগুলোতে কোন দিক-নির্দেশনা না যাওয়ায় ছাত্ররা সেই পুরাতন সিলেবাস দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সিলেবাসে অনেক স্কুলের প্রিটেস্ট পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সামনে রয়েছে টেস্ট পরীক্ষা এবং আগামী বছর মার্চ মাসে মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির নতুন ঘোষণা এবং সিলেবাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে অবস্থান করছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী আহসানুল কবির বলেন, খুব শীঘ্রই শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সভা আহ্বান করবে এবং সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ঢাকার নাম করা একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানিয়েছেন, প্রতি বছর বেশ আগে ভাগেই প্রশ্নপত্র করার জন্য আমাদের ডাকা হয়। এ বছর এখন পর্যন্ত কোন চিঠি পায়নি।